পিকেএসএফ পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২৪ খ্রি: বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পিকেএসএফ-পরিচালিত RMTP প্রকল্পের আওতায় গবাদিপ্রাণী পালন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে হাসি খাতুন এক সফল উদ্যোক্তা। *বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৬*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/PKSF.org

‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ পরিচালিত ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন বিষয়ক এক কর্মশালা বিগত ২০ মে ২০২৪ তারিখ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ একসাথে কাজ করে যাবে। সরকারের সহযোগী হিসেবে পিকেএসএফ মাঠপর্যায়ে ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পিকেএসএফ-এর ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির একসাথে কাজ করার একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফারকৃত রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানান্তরের কাজে এ কর্মসূচি অবদান রাখতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন’ শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এবং এর ওপর আলোচনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ১১০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ঘূর্ণিঝড় রিমালে ক্ষতিগ্রস্তদের ৫৭ লক্ষ টাকার জরুরি সহায়তা প্রদান

গত মে মাসে বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে খুলনা জেলার দাকোপ এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫,৭৩১টি পরিবারের মাঝে ৫৭.১৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে পিকেএসএফ। সহযোগী সংস্থা আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার আওতাধীন এসব সদস্যকে জনপ্রতি ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ৫ জুন ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত IRMP প্রকল্পের Joint Coordination Committee (JCC)-এর ৩য় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় JICA-এর Senior Representative Takeshi Komori ও Expert Team-সহ পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, জাপান থেকে JICA প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে পিকেএসএফ: অর্থ প্রতিমন্ত্রী

অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে পিকেএসএফ। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ এ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান টেকসইভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে দক্ষতা ও সক্ষমতার জন্য পিকেএসএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করেছে। বিগত ২৮ মে ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (পেইস)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর বিপুল কর্মযজ্ঞ নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে, বিশেষ করে কৃষি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের বাণিজ্যিক প্রসারে ২০১৫-২০২৩ মেয়াদে পেইস প্রকল্প বাস্তবায়ন করে পিকেএসএফ। ১২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংবলিত প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)।

প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ইফাদ বাংলাদেশ-এর তৎকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আর্নড হ্যামেলিয়ার্স বলেন, বাংলাদেশ "প্রায় উন্নত" দেশের পর্যায়ে চলে এসেছে। বিশ্বজুড়ে ইফাদ-অর্থায়িত প্রায় ৭০০ প্রকল্পের মধ্যে পেইস গুণগত মানের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রকল্প। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে অধিক উৎপাদনশীল ও টেকসই করার লক্ষ্যে ইফাদ পিকেএসএফ-এর সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, পেইস প্রকল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বৈষম্য-বঞ্চনা থেকে মুক্তির যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, তা পূরণে পিকেএসএফ-এর পেইস প্রকল্পটি "আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে" বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, পেইস প্রকল্পের আওতায় ১৫টি কৃষিজ ও ১৫টি অকৃষিজ উপখাতে মোট ৮৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম হলো দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে এ নদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ। এ প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী বলে তিনি জানান।

পেইস প্রকল্পের সাফল্য, অর্জন ও শিখন সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানের উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের মত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে মাঠপর্যায় থেকে আসা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার নিয়ে কাজ করছে সমন্বিত কৃষি ইউনিট

বাংলাদেশে ধান চাষের ক্ষেত্রে বর্তমানে অন্যতম একটি সমস্যা শ্রমিক সংকট। পাশাপাশি, শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান মজুরির ফলে দিন দিন বাড়ছে ধানের উৎপাদন ব্যয়। এ সংকট নিরসনে 'সমলয় চাষাবাদ' পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে পুরো জমি বা জমির নির্দিষ্ট অংশের সকল কৃষক একযোগে একই জাতের ধান একই সময়ে রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মাধ্যমে রোপণ করে এবং কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধান কাটা, মাড়াই ও বস্তা ভর্তি করা হয়।

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বোরো মৌসুমে নওগাঁ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর এবং চুয়াডাঙ্গায় ৫০ হেক্টর জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষের কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এক হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে এলাকাভেদে খরচ হয় প্রায় ১২-১৬ হাজার টাকা। অপরদিকে, রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার ব্যবহার করলে এ ব্যয় হয় মাত্র ৬-৭ হাজার টাকা।

কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে যেখানে হেক্টরপ্রতি ১৭-১৮ হাজার টাকা খরচ হয়, সেখানে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা, মাড়াই এবং ঝাড়াই বাবদ এলাকাভেদে প্রায় ২৪-২৬ হাজার টাকা খরচ হয়।

সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদে ধানের উৎপাদন খরচ হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫-১৭ হাজার টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়। এছাড়া, এ পদ্ধতিতে সারি করে ধান লাগানোর ফলে ধানের ফলনও বেশি হয়।

মৎস্য কর্মকর্তাদের Advanced Aquaculture Practices in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ১২-১৪ মে ২০২৪ তারিখে Advanced Aquaculture Practices in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক ড. মোঃ মোতালেব হোসেন ও মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক এস. এম. রেজাউল করিম এবং পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক তানভীর সুলতানা। সহযোগী সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে Modern Fish Farming Technologies, Climate Resilient Fisheries and Aquaculture in Bangladesh, Aquaculture & Value Added Fish and Fisheries Products-সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মোঃ আলমগীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আবদুর রউফ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ আব্দুল মালেক।

ব্যয় সাশ্রয়ী খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদখাতভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে খামারি পর্যায়ে 'ব্যয় সাশ্রয়ী খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণে খামারিদেরকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস), Total Mix Ratio (TMR), সাইলেজ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ এবং গো-খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহারও শেখানো হয়েছে, যার প্রয়োগ ইতোমধ্যে সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ খামারে শুরু করেছেন। এছাড়া, প্রশিক্ষণে দানাদার খাবারের পাশাপাশি অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফডার বা ঘাস খাওয়ানোর বিষয়টিও সদস্যগণ রপ্ত করতে শিখছেন।

এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামারিগণ সাশ্রয়ী মূল্যে গো-খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং এর ফলে খামার পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক মুনাফা অর্জিত হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় এখন পর্যন্ত ৭০০-এর অধিক খামারিকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাত খামারি পর্যায়ে উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গাভি পালন, অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফডার উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি, Cow-calf ভিত্তিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের সম্প্রসারণ, স্থানীয় পর্যায়ে গবাদিপ্রাণির খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, গবাদিপ্রাণির জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু ঘাস চাষ, সাইলেজ ও টিএমআর উৎপাদন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এভাবে দেশের আপামর জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এক গর্বিত অংশীদার হিসাবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

"স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে, কাজ করি একসাথে" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন করেছে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প। বিশেষ এ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি), মা ও শিশু ফোরাম, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সদস্য ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

শাখা ব্যবস্থাপকের প্রশিক্ষণ: পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ১৯টি সহযোগী সংস্থার ১২৬ জন শাখা ব্যবস্থাপককে ৫টি ব্যাচে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে শাখা ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে শাখা ব্যবস্থাপনা, সরকারি-বেসরকারি সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে করণীয়, সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে করণীয়-সহ একাউন্টস এবং নিরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মিশন সম্পন্ন: পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মিশন সম্পন্ন করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)। এ মিশনে ইইউ-এর একজন পরামর্শক সাতক্ষীরা, খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর সফর করেন। প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী তার সফরসঙ্গী ছিলেন। মিশনে প্রকল্পের সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ইইউ পরামর্শক মতবিনিময় করেন। ইইউ-অর্থায়িত প্রকল্পের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই ছিলো রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মিশনের প্রধান লক্ষ্য।

ঘূর্ণিঝড় রিমালের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে প্রকল্পের উদ্যোগ: পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কর্মএলাকার দুর্যোগ-পূর্ববর্তী কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) দলের সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় রিমাল আঘাত হানার ঠিক পূর্বে প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঘূর্ণিঝড়কালীন প্রস্তুতি এবং নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে গমন নিশ্চিত করেন। দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রমের আওতায় ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফিরে আসতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

বাড়ছে নিরাপদ মাংস উৎপাদন, চাহিদাও বেশি বাজারে

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলপ ইউনিয়নের বহিমান গ্রামের গৃহবধু হাসি খাতুন গরু পালন করে দিন বদলের উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। বাজারে নিরাপদ মাংস সরবরাহ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন নিজে। স্বচ্ছলতা এনেছেন সংসারে। অবদান রাখছেন জাতীয় অর্থনীতিতেও।

তিনি দু'বছর আগে ৭০ হাজার টাকায় একটি বাছুর কিনে লালন-পালন শুরু করেন। এ বছর তিনি এ গরু বিক্রি করেছেন ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকায়। এখনো তার খামারে ৩০টির বেশি গরু রয়েছে। আজকের এ অবস্থানে আসার পেছনের গল্প শোনালেন হাসি খাতুন।

তিনি জানালেন, ৭ বছর আগে তার স্বামী স্থানীয় বাজারে মুদিখানার ব্যবসা করতেন। বাকির কারণে ব্যবসায় লোকসান হয়। এরপর, তার বাড়িতে থাকা দু'টি ষাঁড় লালন-পালন শুরু করেন। পরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এনডিপি'র মাধ্যমে পরিচালিত আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গবাদিপ্রাণী পালন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও গাভি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। বাড়তে থাকে তার আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাসেই বর্তমানে হাসি খাতুন এক সফল উদ্যোক্তা।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), পিকেএসএফ ও ডানিডার আর্থিক সহায়তায় Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২টি জেলায় নিরাপদ মাংস, দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ। এ প্রকল্পের আওতায় ১২ জেলায় ২,০১,৪৮০ খামারি ও উদ্যোক্তা নিরাপদ উপায়ে গবাদিপ্রাণী লালন-পালন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নিয়েছে। সফল উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য (যেমন-মাংসের আচার ও চিজ) বিদেশে রপ্তানি করে জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিত কার্যক্রমের লক্ষ্যে সভা আয়োজন

পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিভাগ, শাখাকে অবহিত করার লক্ষ্যে গত ১৬ মে ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। অবহিতকরণ সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন)। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ ও ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলামসহ পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ: Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১৮টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার ফোকাল পার্সন, শাখা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মকর্তা এবং প্রকল্পভুক্ত নবনিযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জয়পুরহাট জেলাস্থ জাকস ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ০৫ মে থেকে ০৬ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ছয়টি ব্যাচ অংশগ্রহণ করে।

ঈদ ও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুনর্মিলনী

পিকেএসএফ ভবনে গত ২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে 'ঈদ পুনর্মিলনী এবং বর্ষবরণ ১৪৩১' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম.খায়রুল হোসেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বুনিয়াদ কার্যক্রমের ওপর গবেষণা শুরু

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণের বিশ্লেষণী সক্ষমতা এবং গবেষণা দক্ষতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের সঞ্চালনায় Research Methodology বিষয়ে পাঁচ কর্মদিবসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এতে পিকেএসএফ-এর ২০ জন কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায়, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সহযোগে হাতে-কলমে Assessment of the Changes in the Living Standard of the Ultra Poor: The Case of Buniad Borrowers of PKSF শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনার জন্য খসড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। অতিদরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানের ওপর পিকেএসএফ-এর 'বুনিয়াদ' কর্মসূচি কী প্রভাব ফেলেছে তা যাচাইয়ে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে খসড়া প্রশ্নপত্র প্রি-টেস্টিংয়ের জন্য ঢাকার সাভারে সহযোগী সংস্থা Social Upliftment Society (SUS) পরিদর্শন করা হয়। ড. এম. খায়রুল হোসেন কর্মসূচিভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান। প্রি-টেস্টিং কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর SUS-এর কার্যক্রম বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। উপস্থাপনা শেষে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান সংস্থাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

প্রি-টেস্টিংয়ে ১৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪ জন (প্রায় ২৮%) 'জাগরণ' কর্মসূচির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে 'বুনিয়াদ' ঋণগ্রহীতা হিসেবে অবনমিত হন। এর পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর আকস্মিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনা, প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয় কর্তৃক আর্থিক প্রতারণার শিকার, করোনা মহামারিজনিত অভিঘাত ইত্যাদি।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি গত ২ মে ২০২৪ তারিখে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় নির্মিত ঘূর্ণিঝড় সহনশীল বাড়ি পরিদর্শন করেন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (JICA)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ মডেল বাড়ি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে ড. হালদার JICA-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্টদের সাথে ঘূর্ণিঝড়-সহনশীল বাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া, দাকোপ উপজেলায় পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার কর্তৃক নির্মিত সুপেয় পানির প্ল্যান্ট ও Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেন। পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংবলিত পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প উপকূলীয় সাতটি জেলার সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে। এ পরিদর্শনে তার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য গওহার নঈম ওয়ারা এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

গত ২১-২৩ মে ২০২৪ তারিখে ড. নমিতা হালদার এনডিসি নড়াইল ও খুলনা জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি ২১ মে নড়াইল সদর উপজেলার শেখহাটি ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা আরআরএফ-এর মাধ্যমে পরিচালিত হাতিয়ারা কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গীতিনৃত্যালেখ্য উপভোগ করেন। জীবন-দক্ষতা বিষয়ক তাদের বিভিন্ন শিখন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। পরদিন, ড. হালদার খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পুষ্টি মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন।

এরপর তিনি আনন্দনগর ও খড়বাড়িয়া গ্রামের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড, মা ও শিশু ফোরাম, গ্রাম কমিটি এবং হোগলা পাতার পাটি বুনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ড. হালদার তেরখাদা উপজেলার আজগড়া ইউনিয়নে কিশোরী ক্লাব, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও পুষ্টি মেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন-এর কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের গত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সহযোগী সংস্থা ওসাকা ও পিসিডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক অর্গানিক কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে তিনি পাবনার বেড়া উপজেলার বাঁধের হাট ও কাজির হাটে স্থানীয় কৃষি খামারিদের প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং খামারিদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি অর্গানিক কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করেন।

মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পিসিডি-পরিচালিত 'ইকোলজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে চরাঞ্চলে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি খোরাকি-কৃষি হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তে বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি চালু করার পরামর্শ দেন, যেখানে কৃষকের নিজের শ্রমকেও মূল্য হিসাবে গণনা করতে হবে। তিনি পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়িতে ওসাকা আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'চরনিকেতন বৈশাখী সাহিত্য উৎসব ১৪৩১'-এ অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে যশোর জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ) ও রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিগত ০৪-০৬ জুন ২০২৪ তারিখে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সহযোগী সংস্থা সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা, সাতক্ষীরা এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, বাগেরহাট পরিদর্শন করেন। তিনি ০৬ জুন কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট সদরে BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলাভুক্ত সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রিমাল-সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়।

তিনি সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা-এর প্রধান কার্যালয়ে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় শিষ্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ৪৪ জন শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়া, তিনি সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষের ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ১০-১২ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করেন।

পিকেএসএফ-এ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা

পিকেএসএফ-এ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল-ধারণা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে গত ১৩ জুন ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এ সভা সূচনা করেন। তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রঋণ খাত ও পিকেএসএফ-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ডিজিটালাইজেশন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তিনি ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঋণ কার্যক্রম বিভাগসহ সংশিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ আবু আল বাশার ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল ধারণা এবং এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন সিস্টেম ও সাব-সিস্টেম সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এবং ঋণ কার্যক্রম বিভাগ ও ডিজিটালাইজেশন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

RHL প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন

Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) শীর্ষক প্রকল্প ১৬টি সংস্থার মাধ্যমে উপকূলীয় ৭ জেলার (কক্সবাজার, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা) ১৯ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

RHL প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং চরম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় তাদের উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকার উপায় সৃষ্টি করা। প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩,৫০,০০০ জন অপেক্ষাকৃত অতি-দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কর্ম এলাকায় প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে অবহিত করার লক্ষ্যে গত ১৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালা (Inception Workshop) অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ০৮ মে ২০২৪ তারিখে ভোলা, ১৩ মে ২০২৪ পটুয়াখালী, ১৪ মে ২০২৪ চকোরিয়া, কক্সবাজার, ১৫ মে ২০২৪ খুলনার দাকোপ, কক্সবাজারের টেকনাফ ও সদর থানা এবং ২৯ মে ২০২৪ কক্সবাজারের মহেশখালীতে আলাদা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন: পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি গত ২১ মে ২০২৪ তারিখ যশোরের আরআরএফ-টার্ক-এ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি প্রকল্প কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের শুরুতেই কর্মকর্তাগণের প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল এবং বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

'পানিতে ডুববে না, ঘূর্ণিঝড়ে পড়বে না ও লবণে ধরবে না' - এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে RHL প্রকল্প উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন-সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মে ২০২৪ হতে ১১ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত যশোর এবং কক্সবাজার জেলায় ৬টি ব্যাচে নবনিযুক্ত মোট ১৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের রিসোর্স পারসন ছিলেন পিকেএসএফ-এর প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, নিরীক্ষা, অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের ক্রস ভিজিট কার্যক্রম

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি শীর্ষক প্রকল্পের ক্রস ভিজিট কার্যক্রম গত ০৪ থেকে ০৬ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং প্রকল্পের কাজের গুণগতমান উন্নয়নের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নির্মাণকৃত নিরাপদ ব্যবস্থাপনার ২ গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহারকারীদের মতামত গ্রহণ এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার আলোকে সমাধানের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করা হয়।

এ লক্ষ্যে, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম শাখার ৫৩ জন, নিরীক্ষা শাখার ১৩ জন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ২০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৮৭ জনের একটি সমন্বিত টিম গঠন করা হয়।

তারা ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় কর্মরত ১৫টি সহযোগী সংস্থার ১৬টি শাখার কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে প্রত্যেক দল প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বিভূতি ভূষন বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন, এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক অংশগ্রহণ করে পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় মে ২০২৪ পর্যন্ত ৬০,৭৮০টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ২,৩৭,৩৮৩টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

হাওরবাসীকে আকস্মিক বন্যার ভাঙন হতে রক্ষায় কাজ করছে বিশেষ প্রকল্প

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে আকস্মিক বন্যার ভাঙন হতে রক্ষার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভ স্মল গ্র্যান্ট প্রোগ্রামের আওতায় 'ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর সাসটেইনেবল কমিউনিটি লাইফ ইন দি হাওর রিজিয়ন অফ বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর তিনটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন, ফেডারেল ফরেন অফিস এবং ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচার কনজারভেশন, নিউক্লিয়ার সেফটি অ্যান্ড কনজ্যুমার প্রোডাকশন-এর আর্থিক সহায়তায় জার্মান সরকারের পক্ষে জিআইজেড বাংলাদেশ প্রকল্পটির কার্যক্রম মনিটরিং এবং বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত হাটিসমূহ সংরক্ষণের জন্য হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা (সিসি ব্লক রিভেটিং অথবা রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ), হাটি এলাকায় দেয়ালের পাশে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন এবং শস্য মাড়াই ও শুকানোর জন্য কমিউনিটি স্পেসের উঠান উঁচুকরণ।

বর্তমানে প্রকল্পের কর্ম এলাকার একটি হাটিতে সিসি ব্লক রিভেটমেন্ট এবং দু'টিতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। একটি হাটিতে কমিউনিটি কমন স্পেস উঁচুকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ১৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী তিনটি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দকে নির্মাণ কাজের গুণগতমান তদারকি এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ সাশ্রয়ী এবং ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করবে SMART প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ সাশ্রয়ী এবং ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হবে। SMART প্রকল্পের মোট বাজেট ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করবে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ অর্থায়ন করবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

মাঠ পর্যায়ে SMART প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বিগত ১৫ মে ও ২ জুন ২০২৪ তারিখে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

এছাড়া, সভাসমূহে উপস্থিত ছিলেন মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম, পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র), পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ড. মোঃ আলী আহাম্মাদ শওকত চৌধুরী, অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। সভাসমূহে মোট ১০টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়া, বিগত ১৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। এ সময় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হিসেবে সভায় অভিহিত হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের পরিবেশগত গাইডলাইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ ভবনে গত ১৫ মে ২০২৪ তারিখে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের পরিবেশগত গাইডলাইন' বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে পরিবেশগত সচেতনতার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

'ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের পরিবেশগত গাইডলাইন প্রণয়নের প্রেক্ষিত' বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম। এতে পরিবেশ ও জলবায়ু ইউনিট প্রণীত পরিবেশগত গাইডলাইন বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

শ্রমিক থেকে কারখানার মালিক: মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় করছেন সালমা বেগম

জানালার গ্রিলের ফাঁক গলে সালমা বেগমের দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূর, যেখানে বাতাসে দোল খেয়ে যাওয়া সবুজ ধান ক্ষেত আর আকাশের ঘনকালো মেঘ মিশেছে এক বিন্দুতে। একদিকে সদ্য বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে নতুন জীবনের আনন্দ, আর অন্যদিকে স্বামীর দিনমজুরি থেকে প্রাপ্ত সামান্য উপার্জনের টানাটানির সংসার তার।

বিয়ের দুই বছর পর, ২০১৩ সাল; দশম শ্রেণিতেই হঠাৎ লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কষ্ট যখন ফিকে হতে শুরু করেছে সংসারের টানাটানিতে। তখন সালমা মাসিক এক হাজার তিনশত টাকা মজুরিতে কাজ নেন পাশের বাড়ির ইমিটেশন গয়না তৈরির কারখানায়।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার জলিলকোট গ্রামের বাসিন্দা সালমা বেগম ২০১৬ সাল পর্যন্ত গয়না তৈরির কারখানায় কাজ করেন। বছরে বছরে মজুরি যতটা বাড়ে, তার চেয়ে বেশি বাড়ে তার গয়না তৈরির দক্ষতা আর সুদিনের স্বপ্ন।

পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে 'ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের সদস্য হন সালমা। ভ্যালু চেইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা 'শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন' হতে প্রথম পর্যায়ে ৫ দিন প্রশিক্ষণ এবং ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজের বাড়িতে স্থাপন করেন ইমিটেশন গয়না তৈরির কারখানা। পরবর্তী পর্যায়ে সীতাহার, কণ্ঠচিক, জড়োয়াহার, চুড়ি ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ বড় আকারের গয়না তৈরির জন্য ১০ দিনের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

প্রথম দিকে মাসিক সাড়ে তিন থেকে চার হাজার আয় হলেও বর্তমানে তার মাসিক আয় ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা। সালমা বেগমের ইমিটেশন জুয়েলারি তৈরির কারখানায় মজুরি ভিত্তিতে কাজ করছেন ১২ জন শ্রমিক।

স্থানীয় বাজার, চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ আশপাশের জেলা-উপজেলায় সালমার তৈরি গয়নার বেশ চাহিদা রয়েছে। এসব এলাকায় মালামাল ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে সালমা বেগমের স্বামী মতিয়ার রহমানও এখন তার সাথে কাজ করেন।

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত PACE প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্প্রতি সালমা বেগম তার সংগ্রাম এবং স্বপ্নের কথা শোনান। ভবিষ্যতে তিনি ইমিটেশন জুয়েলারির জন্য একটি কালার হাউজ স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। সবুজ ধান ক্ষেতের প্রান্তসীমা পেরিয়ে সালমার স্বপ্ন এখন আকাশসম।

কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন' শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী ৫ম ব্যাচের আবাসিক প্রশিক্ষণ বিগত ৯-১১ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ এবং মাঠ পর্যায়ের মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ৬৬ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৫ জেলার ১৪৩ উপজেলার শতভাগ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দু'টি (কিশোর ও কিশোরী) ক্লাব গঠন করে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার ক্লাব গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষ কিশোর-কিশোরী সংগঠিত হয়েছে।

এপ্রিল-জুন ২০২৪ প্রান্তিকে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা/সফ্‌ট স্কিল উন্নয়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৯০টি ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ অধিবেশন আয়োজিত হয়েছে। এ সময়ে উপজেলা পর্যায়ে কৈশোর মেলা আয়োজন, ম্যারাথন দৌড়, সাইকেল র‍্যালি এবং উপজেলা সমন্বয় সভাসহ মোট ২৬০টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৪৯টি ক্রীড়া ও ১৫১টি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে ৩৫টি বাল্যবিবাহ, ৩৮টি যৌতুক, ৯৭টি যৌন হয়রানির ঘটনা রোধে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, ২,৪১২টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় উল্লিখিত সময়ে ক্লাব সদস্যগণের অংশগ্রহণে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' উদ্‌যাপন, আন্তঃকিশোর-কিশোরী ক্লাব ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে RAISE প্রকল্প

'ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ'-এ স্লোগানকে সামনে রেখে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশের শহর (urban) ও শহরতলি (peri-urban) এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন

- ৫০০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ
- ৪৯,৯৭১ জন উদ্যোক্তার 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি

তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন

- ৬১০.৮ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ
- ২১,৫৬০ জন উদ্যোক্তার 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

- নির্বাচিত ২৬টি ট্রেডের আওতায় ৫,০৬৫ জন শিক্ষানবিশের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ চলমান
- ১১,৩৪৯ জন শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন, যাদের মধ্যে ৭,২৩৪ জন কর্মে সম্পৃক্ত হয়েছেন
- ৪,৭৮৮ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান

প্রশিক্ষণ

বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)-তে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কোর্সে অংশ নেয়া পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থাসমূহের এবং জনবল শাখা পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পেশাগত উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনায় এনে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা বর্তমানে ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপ্রিল-জুন ২০২৪ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৭টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৫৩ জন কর্মকর্তাকে ৬টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

The Art of Facilitation কোর্সের পঞ্চম ব্যাচ সম্পন্ন: সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থাপন কলা-কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে ৩দিন মেয়াদি 'The Art of Facilitation' শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। বিগত ১৯-২১ মে ২০২৪ তারিখে এ কোর্সটির ৫ম ব্যাচে সহযোগী সংস্থার ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল: মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণের প্রায় অর্ধেক ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, চলমান অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম সক্ষমতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে ৫দিন মেয়াদি 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল' শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। বিগত ৫-৯ মে ২০২৪ তারিখে নতুন এ কোর্সটির ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

Leadership for Development Professionals: প্রতিষ্ঠানের টেকসহিতা নিশ্চিতকল্পে গতিশীল নেতৃত্ব হলো একটি অন্যতম প্রভাবক। এ বিবেচনায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ৫দিন মেয়াদি Leadership for Development Professionals শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের নবম ব্যাচের প্রশিক্ষণ বিগত ১২-১৬ মে ২০২৪ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, জোনাল ম্যানেজার ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মোট ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: এপ্রিল-জুন ২০২৪ প্রান্তিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ০৬ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: এপ্রিল থেকে জুন ২০২৪ সময়ে দেশের বাইরে (জার্মানি, চীন, তানজানিয়া) পিকেএসএফ-এর ১৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসমূহের আয়োজনকারী সংস্থাসমূহ হচ্ছে Adaptation Fund Board Secretariat ও National Environment Management Council (NEMC), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এবং Asian Institute of Technology (AIT), Thailand।

এছাড়া, এপ্রিল থেকে জুন ২০২৪ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ১৪০ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'The Art of Facilitation' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২৩-এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৫,৫৭৮.৭৫ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬১,৪০১.৯৮ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬৭ ভাগ। নিচে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে)
জাগরণ	২৯৬৮.৭৮	২৯৬৭.৭২
অগ্রসর	১৭৩২.৪৪	২৫৫৫.৬৯
সুফলন	১৩১৭৫.১৬	৬৬৮.২৫
বুনিয়াদ	৩৮৫০.৫২	৫৩৯.৩২
কেজিএফ	১৭১৭.১৫	১৪৬.০০
সমৃদ্ধি	১৬৮৮.১৮	৪৮২.৯৯
এলআরএল	১১০০.০০	২০৪.৬৫
লিফট	২৭৪.১৭	৪৯.৮৩
এসডিএল	৬৯.৮০	২.২১
আবাসন	৩৯৭.৭৫	৩২২.৬৫
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১৭১৯৫.৭৮	২৩.৪২
মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)	৫৪১৬৯.৭২	৭৯৬২.৭১
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৬
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.০০
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	৬৮.৬৬
অগ্রসর-এমডিপি	১৬৯০.৮৭	৪০৩.০৪
অগ্রসর-এসইপি	৭৬১.০০	১২৬.১০
অগ্রসর-রেইজ	১১১০.৮০	৮৯০.৭৪
অগ্রসর-এমএফসিই	১১১৩.৪৫	১০৬১.০৬
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১০৭২.২৪	৬৫২.৩১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	৭২৩২.২৬	৩২২১.১৩
সর্বমোট	৬১৪০১.৯৮	১১১৮৩.৮৫

টেবিল-২ ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (কোটি টাকায়) (জুলাই '২৩-এপ্রিল '২৪)	সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (কোটি টাকায়) (জুলাই '২৩-এপ্রিল '২৪)
জাগরণ	১২৭৬.৯৩	৩৩২০৫.৫৩
অগ্রসর	১৫০৮.৮৯	৩৯৮৭৪.৩৮
বুনিয়াদ	৩২৫.৭৫	১১৭০.৪৬
সুফলন	৯০০.৭০	৭০৮৩.২৭
কেজিএফ	২১৪.৫০	৫২৪.৪২
লিফট	০.০০	১৮২.১৩
সমৃদ্ধি	২০৯.৫৩	৯১৮.১৩
এলআরএল	০.০০	৮৮.৫৬
আবাসন	১২৩.২৫	২৩৩.৯০
অন্যান্য	১০১৯.২১	৮৯৭৫.৪১
মোট	৫৫৭৮.৭৫	৯২২৫৬.২০

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৯২২৫৬.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৭,৩৬,৭৫৪.৭০ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.১৯ ভাগ।

এপ্রিল ২০২৪-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৭০,০৪৩.১৮ কোটি টাকা।

একই সময়ে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মোট সদস্য সংখ্যা ১.৯৯ কোটি, যার ৯১.৭৭ শতাংশই নারী।

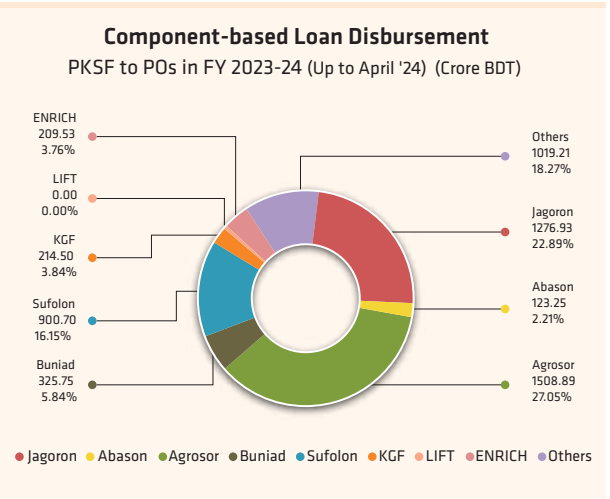

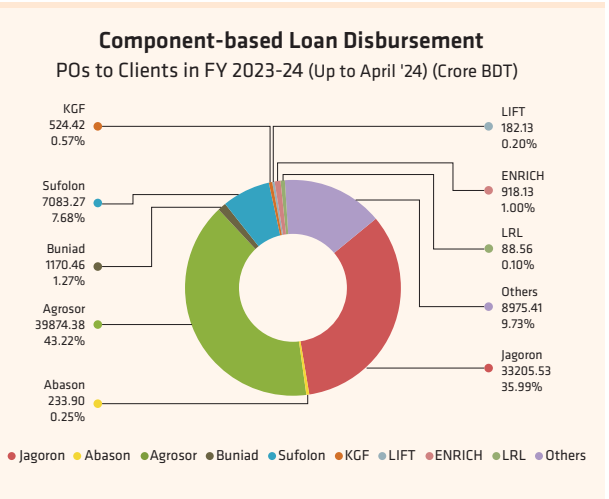

তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার প্রশংসায় বিশ্বব্যাংক

নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল। বিগত ২০ ও ২১ মে ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংকের 'এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড ১০ অ্যান্ড সিটিজেন এনগেজমেন্ট মিশন'-এর আওতায় একটি প্রতিনিধি দল রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন।

RAISE প্রকল্পের সাফল্যে তারা অভিভূত উল্লেখ করে বলেন, এ প্রকল্প কেবল তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে না, বরং সমাজে তাদের সম্মান অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ-এর নিবিড় তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সমর্থনের ফলেই RAISE প্রকল্পের এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল প্রকল্পের আওতায় আউটরিচ কার্যক্রম, Grievance Redress Mechanism (GRM) পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে।

পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান, সিনিয়র সোশ্যাল ডিভেলাপমেন্ট স্পেশালিস্ট কীর্তি নিশান চাকমা, সোশ্যাল ডিভেলাপমেন্ট স্পেশালিস্ট লিনা কেম্পাইনেন, সোশ্যাল ডিভেলাপমেন্ট অ্যানালিস্ট সিলভানা হিল, অপারেশনস কনসালটেন্ট (সোশ্যাল প্রোটেকশন এ্যান্ড জবস) নুশীন সোবহান এবং অপারেশনস কনসালটেন্ট মাসুদ রানা।

এছাড়া, বিগত ১৯-২১ মে ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি দল ঠাকুরগাঁও জেলায় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, দিনাজপুর জেলায় মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র এবং রংপুর জেলায় আরডিআরএস বাংলাদেশ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিশ্বব্যাংকের Mid-term Review মিশন সম্পন্ন: বিশ্বব্যাংক পরিচালিত RAISE প্রকল্পের Mid-term Review (MTR) মিশনের আওতায় বিগত ৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে pre-wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, বিশ্বব্যাংক-এর সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং বিশ্বব্যাংক ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

একই দিন, চলমান মিশনের আওতায় wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দীন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতি RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংককে ধন্যবাদ জানান।

প্রসঙ্গত, ১৮ মার্চ হতে ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত Mid-term Review (MTR) মিশন-এ পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করা হয়।

বিগত ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে kick-off meeting অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, বিশ্বব্যাংক-এর RAISE টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং বিশ্বব্যাংক ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তা।

বুকপোস্ট

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পর্ষদ : মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা